জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।
মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

চ্যবনপ্রাশ ৴১ সের (৮০ তোলা) ১০৲
বাতের তৈল প্রতি শিশি ২॥০ টাকা

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
ও কবিরাজ শ্রীআশুপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, কবিরঞ্জন
সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৯শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 15th Aug. 1951 { ১৪শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

চার বৎসরের স্বাধীনতা

—০—

দু'শো বৎসরের পরাধীন ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবে, এর চেয়ে সুসংবাদ প্রত্যেক সরলপ্রাণ ভারতবাসীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট এই বহুকাম্য স্বাধীনতালাভের শুভ দিন বলিয়া ভারতবাসীগণ, বিশেষ করিয়া সত্য মোসলেম লীগের পবিত্র "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" মধুর আস্বাদনপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দুগণ এই দিনটির আগমন জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। সমগ্র বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইয়া যে অংশ পাকিস্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল, সে অংশের অধিবাসিবৃন্দ, কেহ আনন্দের সহিত কেহ বা বিষাদের সহিত স্বাধীনতার প্রতীক অর্দ্ধচন্দ্র ও তারকাচিহ্নিত মোসলেম জাতীয় পতাকা অভিবাদন করিয়া ভাগ্য বিধাতার দান গ্রহণ করিল। স্বাধীনতা দিবসেও ভাগ্য অনিশ্চিত রহিল। মুসলমান সংখ্যাধিক্য-বিশিষ্ট মুর্শিদাবাদ ও হিন্দু সংখ্যাধিক্যবিশিষ্ট খুলনা জেলার। তখনও এই দুই জেলার এবং অন্যান্য কয়েকটী জেলার কোনও কোনও অংশের ভাগ্য অপেক্ষা করিতেছিল র‍্যাডক্লিপ সাহেবের লেখনী নিঃসৃত আদেশের জন্য। স্বাধীনতা দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপনের জন্য মুর্শিদাবাদের অদৃষ্টে অর্দ্ধচন্দ্র-তারকাযুক্ত পতাকা অভিবাদন এবং খুলনাবাসিগণ অভিবাদন করিলেন ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। এই সুখে দুখে, উৎসাহে-নিরুৎসাহে উদ্‌যাপিত উৎসবের সময়েও মুর্শিদাবাদের কংগ্রেসী-গণের মধ্যে স্বাধীনতা জয়ের বিজয়োল্লাস পরিলক্ষিত হয় নাই। যেদিন র‍্যাডক্লিপ সাহেবের নির্দ্দেশ বাহির হইল, সেদিন হইতে ক্ষুদে কংগ্রেসীগণও যে বীরদর্প দেখাইতে সুরু করিলেন, তাহা দেখিয়া মনে হইত যেন ইঁহারাই দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। যে যে মহকুমায় দুর্ব্বলচিত্ত, ঠাণ্ডা মেজাজের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহারও উপর ইঁহারা কর্ত্তৃত্ব দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় যাহাকে দেশের লোকে তাহার মা-বাপের রাখা নাম "বনমালী" না বলিয়া "বোনা" বলিয়া ডাকিত, সেও হইল "বনমালী বাবু"। এমনি কত "বোনাকে" খদ্দরের টুপি, খদ্দরের ধুতি ও জামা পরিয়া পানের দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া গোঁপে তা দিয়া স্বমূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। এদের কেউ কেউ হইল পারমিটের কর্ত্তা। যাকে সুপারিশ করে, সেই সরকারী গোলামদের কাছে করগেট টিন, সিমেণ্ট পায়, মেয়ের বিয়ের অছিলায় বস্তা বস্তা চিনি পাইয়া কালাবাজারে বেচে দু'পয়সা রোজগার করে। সাধারণ লোকে এই সব কংগ্রেসীকে অতি মানব, মহামানব বলিয়া এদের ভাগ্যের তারিফ করিত। নিজেরাও গ্রামের ইস্কুল, মন্দির প্রভৃতি সৎকাজের ধুয়া তুলিয়া অবাধে দশের কাজের নামে টিন, সিমেণ্ট লইয়া লাভ করিতে ছাড়ে নাই। চাকরের নামে পারমিট লইয়া সে সমস্ত নিজে আত্মসাৎ করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

এমন সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় আসিলেন এক-জন তরুণ সৎসাহসী আই, সি, এস্, ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে খদ্দর প্রচারের জন্য, চরকা তৈরী করার উদ্দেশ্যে, কয়েক জন ভাগ্যান্বেষী কংগ্রেসী একজনকে মাতব্বর খাড়া করিয়া সরকারী তহবিল হইতে প্রায় ৮০০০৲ টাকা বাহির করিয়া উদরস্থ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। নবাগত তেজী ম্যাজিষ্ট্রেট এই টাকার হিসাব চাহিয়া বসিলেন।

"হিসাব কিতাব যখন
কান্নাকাটি তখন।"

তখন সকলে মিলিয়া যেন তেন প্রকারে, একটা হিসাব খাড়া করিয়া, মাত্র সামান্য টাকার খরচ দেখাইয়া, বাকি টাকা উদ্‌গীরণ করিলেন। এই ভাবে বৎসর দুই মধ্যেই অনেকের স্বরূপ প্রকাশ হইতে লাগিল। যে টাকা গিলিয়াছিল, তাহা দিবার সময় আবার প্রচার করিল—এ টাকা না খাইয়া গুণাগার দিলাম। আবার আর একটা ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইল।

একটু ক্ষমতাপন্ন শাসনকার্য্যে পদাধিকারীর পোঁ ধরারা পর্য্যন্ত দেশের ভাগ্যবিধাতা হইয়া দাঁড়াইল। কিছু লাভ হইলেই, যে কোনও অপকর্ম্ম করিতে পশ্চাৎপদ নয়, এমন মন্ত্রীর সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

আইন সভায় প্রশ্নের জবাব দিতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ঠোঁট চাটিয়াও পর দিন আবার সপ্রতিভ হয়, এমন বেহায়া, সর্ব্বজনবিদিত অমানুষ, ঘৃণিত চরিত্রহীনকেও সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া মনে হয়, একে রামরাজ্যের সঙ্গে তুলনা করিবার সময় মহাবীররাজ্য বলিতে ইচ্ছা করে। এই ভাবে লুট তরাজ ছাড়া স্বাধীন ভারতে আমাদের অহিংস শাসকেরা এই চার বৎসরে জনসাধারণের উপর গুলী চালাইয়াছেন—১,৯৮২ বার, হত্যা করিয়াছেন ৩,৭৮৪ জনকে, আহত ও জখম করিয়া-ছেন প্রায় ১০০০০ জনকে। ইহার উপর প্রায় ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার রাজনীতিককে কারাপ্রাচীরের মধ্যে রাখিয়াও নিরাপদ মনে করেন নাই। প্রায় শতাধিক লোককে কারাগারের মধ্যেই ভবপারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের যে-দিকে তাকাই—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শিশু ও প্রসূতির মৃত্যু অব্যাহত। অন্ন-বস্ত্রের অভাবে অসহ্য যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কত লোক আত্মহত্যা করিতেছে।

১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের অনু-ষ্ঠানে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কত জন আজ এই উৎসবকে উৎপাত বলিয়া যোগদান করেন নাই। স্বাধীনতা লাভের সময় যিনি বাংলার প্রাইম মিনিষ্টার ছিলেন, সেই চরকা-ভক্ত গান্ধী-ভক্ত ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ আজ কোথায়? কংগ্রেসের সেক্রেটারী আচার্য্য কৃপালনী আজ কোন্ খানে? আজ ভারতের

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুজী কংগ্রেসের কোন্ গুণে মুগ্ধ হইয়া তার ওয়ার্কিং কমিটির ও নির্ব্বাচন কমিটির সদস্য পদ ত্যাগ করিলেন? আজ কত "গ্রে" (পক্ককেশ প্রবীণ) কংগ্রেস ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন? "কংগ্রেস" এর যদি "গ্রে" বাদ যায়, থাকে কংস। আমরা বহুদিন আগে হইতেই বলিতেছি যে রামরাজ্য না বলিয়া কংস রাজ্য বলিলে আজ মানায় বেশ। ভারতে আজ গণতন্ত্র না ধনতন্ত্র কোন্ তন্ত্র প্রচলিত—তাহা বুঝিয়া আগামী নির্ব্বাচনে অধিকাংশ ভারতবাসী যদি স্বাধীনতার চেহারা বদলাইয়া দিতে পারে তবেই বলিব— দেশে স্বাধীনতা আসিয়াছে। নচেৎ যাহা আজ আসিয়াছে, তাহা **সাধহীনতা** অর্থাৎ দেশ যে সাধ করিয়াছিল সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। যে স্বাদ পাইবার জন্য দেশ ছিল লালায়িত, এখনও সে স্বাদ পায় নাই। দেশ পাইয়াছে **স্বাদহীনতা**। "শ্ব" মানে "কুক্কুর" আজ এক মুঠো অন্নের জন্য একখানি বস্ত্রের জন্য লোককে কুক্কুরের মত হীন ব্যক্তির দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। অতএব আসিয়াছে **শ্বাধীনতা**। আমরা সত্যকার **স্বাধীনতা** এখনও পাই নাই। সাধহীনতা, স্বাদহীনতা, শ্বাধীনতা ঘুচিয়া যে দিন স্বাধীনতা আসিবে সে দিন উৎসব করিব।

কেদার-মথুর কাপ প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে "কেদার-মথুর" কাপ প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। মোট ৩০টী টিম উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। খেলা দেখিবার জন্য খেলার মাঠে বহু লোক সমাগম হইয়া থাকে।

চাউলের আড়তে চুরি

গত ২৮শে শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটীতে সদর রাস্তার উপরে শ্রীকমলাকান্ত সেন মহাশয়ের আড়ত ঘরের ঝাঁপ খুলিয়া চোরে চারি মণ চাউল লইয়া চম্পট দিয়াছে। এই অন্ন সমস্যার দিনে চোর বেচারা কিছু দিনের অন্নের সংস্থান করিয়াছে সন্দেহ নাই।

সর্প দংশনে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ থানার জামুয়ার ইউনিয়নের অন্তর্গত সেণ্ডা গ্রামের শ্রীবৈদ্যনাথ দত্তকে (বয়স ৩৭ বৎসর) গত ২৬শে শ্রাবণ রবিবার সকালে পুকুরের ধারে এক বিষধর সর্পে দংশন করে। অল্পক্ষণ মধ্যেই রোগী কাহিল হইয়া পড়ে এবং ৩।৪ ঘণ্টা পরই তাহার মৃত্যু হয়। এই আকস্মিক ঘটনায় একটী পরিবার নিঃসহায় হইল।

জঙ্গিপুরে স্বাধীনতা দিবস

—০—

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় মহকুমাবাসীর অধিকতর স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। ভোর ৪-৩০ মিনিটে সঙ্গীতসহ প্রভাত ফেরীর দল সহর পরিভ্রমণ করেন। ৭ ঘটিকায় প্রত্যেক সরকারী ও বেসরকারী গৃহ, স্কুল, কলেজ ও দোকানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে সহর ও গ্রামাঞ্চল হইতে জনসাধারণ দলে দলে আগমন করেন। পুলিশ-বাহিনী সামরিক বাদ্যসহ যোগদান পূর্ব্বক উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলেন।

৮-১৫ মিনিটে মহকুমা শাসক মহাশয় স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং সমাগত প্রায় তিন সহস্রাধিক জনতা সমক্ষে "জন-গণ-মন" সঙ্গীতান্তে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তৎপর পুলিশের কুচকাওয়াজে মহকুমা শাসক মহাশয় তাহাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। সর্ব্বশেষে তিনি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতায় জনসাধারণকে কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতাকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতে আহ্বান করেন।

উৎসবান্তে সাঁওতালী নাচ ও খেলাধুলায় সমবেত জনগণ মুগ্ধ হয়েন।

বৈকালে খেলার মাঠে মহকুমা স্পোর্টস্ এসোসিয়েসনের উদ্যোগে জঙ্গিপুরের বাছাই একাদশের সহিত রঘুনাথগঞ্জের বাছাই একাদশের এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে মাঠে স্থানীয় বারের প্রবীণ উকিল শ্রীশরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাশয় বিজয়ী রঘুনাথগঞ্জ দলকে ঐ এসোসিয়েসনের প্রদত্ত একটী কাপ পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন এবং তিনি অভিভাষণে যুবকবৃন্দকে দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে।

মহকুমা প্রচার আধিকারিক, জঙ্গিপুর।

নেপোলিয়নের জাহাজ

—০—

আলেকজান্দ্রিয়ায় ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়নের সময় জলমগ্ন তিনখানি ফরাসী জাহাজকে সম্প্রতি সমুদ্রের তলা হইতে উপরে তোলা হইয়াছে। যে কোম্পানী এই জাহাজ তিনটিকে জল হইতে তুলিয়াছে তাহারা শীঘ্রই জাহাজের ভাঙ্গাচোরা মালপত্র নিলামে বিক্রয় করিবে। উহাতে ব্রঞ্জ, লৌহ এবং কামানের গোলা পাওয়া যাইবে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

২৫৯ খাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং খলিল মণ্ডল দাবি ৫১।/৬ থানা ফরক্কা মৌজে খাপড়া ৪৷৩ জমির কাত ৭৩ আঃ ১০৲ খং সেটেলমেণ্ট হয় নাই

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

৫৬১ খাং ডিঃ বিবি দেল আফরোজ খাতুন দেং পাঁচু মণ্ডল দাবি ৩৬১৸৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিরোজপুর ১-১৮ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৫০৲ খং ৪১৮

[পর পৃষ্ঠা

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

২৯৯ খাং ডিঃ তারাপদ রায় দেং বিভূতিভূষণ অধিকারী দিং দাবি ১২৸৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ৪১ শতকের কাত ১৸৶১০ আঃ ৫৲ খং ৫৩৩

৩০০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৭।০ মৌজাদি ঐ ৯৮ শতকের কাত ৪।৶০ আঃ ১০৲ খং ৫৩৬

৩০২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১৸০ মৌজাদি ঐ ৭৫ শতকের কাত ২৫৬ আঃ ৫৲ খং ৫৩২

৩০১ খাং ডিঃ ঐ দেং হরিপদ সরকার দিং দাবি ২৩।৶০ থানা ঐ মৌজে রামপুরা ১-১৭ শতকের কাত ৬॥৶০ আঃ ১৫৲ খং ১৯৬

৩০৪ খাং ডিঃ বিবি দেল আফরোজ খাতুন দেং পাঁচু মণ্ডল দাবি ১২৮৸৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিরোজপুর ৩৩ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৫০৲ খং ৪১৪ রায়ত স্থিতিবান

৩০৬ খাং ডিঃ ঐ দেং হরগোবিন্দ মণ্ডল দাবি ১৫১৫৬ মৌজাদি ঐ ৬৬ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ৫০৲ খং ৪০৩

২৬৫ খাং ডিঃ অর্দ্ধেন্দুশেখর নাথ দিং দেং আইওব সেখ দাবি ২১॥৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তক্ষক ৫৭ শতকের কাত ২৸০ আঃ ১০৲ খং ৩৭১

২৬১ খাং ডিঃ অনিলকুমার সেন দিং দেং রাজিদ সেখ দাবি ২৪।৶৩ থানা সুতী মৌজে মহেশাইল ১৬২ শতকের কাত ৪৶০ আঃ ৫৲ খং ১৯৬ রায়ত স্থিতিবান

১২ মনি ডিঃ বিমলেন্দুনাথ সরকার দিং দেং প্রভাতকুমার দাস দাবি ৯৪৸৯ থানা সুতী মৌজে কাঁদোয়া ২৮ শতকের কাত ৮৶০ আঃ ১০৲ খং ৬৭৯ মোকররী স্বত্ব ২নং লাট থানা ঐ মৌজে হোসেনপুর ১ শতক পুকুরের জমা ৫৪ পাই আঃ ১৲ খং ১৫৮ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৩ শতক পুকুরের জমা ৶০ আনা আঃ ২৲ খং ১৫৭ ৪নং লাট মৌজাদি ঐ ১৫ শতকের জমা ।৶৩ পাই আঃ ৮৲ খং ১২৩ ৫নং লাট মৌজাদি ঐ ১০ শতকের জমা ।৯ আঃ ৫৲ খং ১১৮ ৬নং লাট মৌজাদি ঐ ১০ শতকের জমা ।৯ আঃ ৫৲ খং ১১৯ ৭নং লাট মৌজাদি ঐ ১৪ শতকের জমা ।৶৯ আঃ ৫৲ খং ১১৫।১

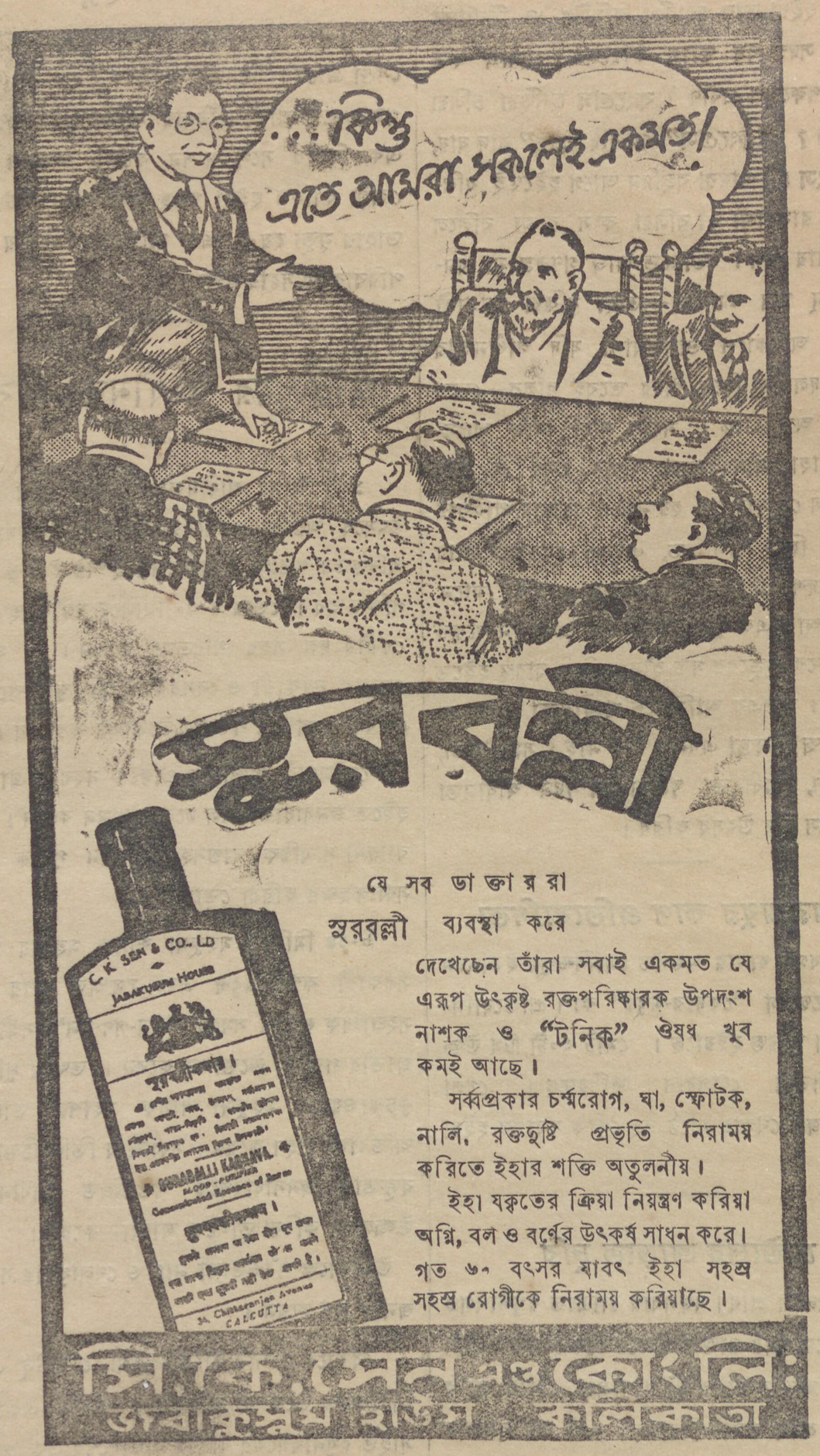

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত